Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্ত প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা
নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।
★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।
★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।
★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৭শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১১ই শ্রাবণ বুধবার ১৩৬৭ ইংরাজী 27th July 1960 { ১১শ সংখ্যা

মনোমত

সুন্দর, সস্তা আর মজবুত
জিনিষ যদি চান তা হ'লে

আরতির

"রাণী রাসমণি"

শাড়ী ও ধুতি কিনুন।

কাপড়কে সব দিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটি থাকে, তাহ'লে দয়া ক'রে জানাবেন, বাধিত হ'ব এবং ত্রুটি সংশোধন করবো।

আরতি কটন মিলস্ লিঃ

দাশনগর, হাওড়া।

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১১ই শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৬৭ সাল।

চাকরের হেপাজৎ

—০—

অন্যের নিকট পরিশ্রমের বেতন লইয়া যে ব্যক্তি কার্য্য সম্পাদনের ভার লইয়া থাকে, তাহার নাম—চাকর, ভৃত্য, সেবক, পরিচারক ইত্যাদি। সম্ভ্রমযুক্ত কার্য্য যিনি করেন তাঁহাকে কর্ম্মচারী বলা হয়। আমাদের দেশের উদীয়মতী রাষ্ট্রীয় ভাষায় তাহাকে নওকর বলা হয়।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্টের পূর্ব্বে প্রায় দুইশত বৎসর ভারতবর্ষ ছিল ইংরাজের শাসনাধীনে। ইংলণ্ডেশ্বরের নিযুক্ত গবর্ণর জেনারেল (ভাইস্‌রয়) এই দেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট ইংরাজ শাসনকর্ত্তা লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ভারতবর্ষকে দুই অংশে ভাগ করিয়া বৃহত্তর অংশকে পাকীস্থান নামকরণে মুসলমান সম্প্রদায়ের মোস্লেম লীগ নামক রাজনীতিক দলের হাতে এবং ইংরাজাধিকৃত বাকী অংশ ভারতের কংগ্রেস নামক রাজনীতিক দলের হাতে দিলেন।

পাকীস্থানের গবর্ণর হইলেন স্বয়ং কায়েদে আজম মহম্মদ জিন্না সাহেব। কিন্তু ভারতের কংগ্রেস দলের কেহই ইহার শাসনভার না লইয়া ইংরাজের নিযুক্ত লর্ড মাউন্ট-ব্যাটেনকেই শাসকভাবে দিল্লীর মসনদে বসাইয়া রাখিয়া পণ্ডিত জহরলাল নেহরু প্রধান মন্ত্রীর আসন গ্রহণ করিলেন। ভারতের রাজকোষে সেই সময়ে যে অর্থ বা দ্রব্যাদি ছিল, তাহা ভারত ও পাকীস্থানকে অংশমত বিভাগ করিয়া দিলেন। এই ব্যাপারে আমাদের স্বাধীনতা লাভকে দুষ্ট লোকেরা স্বাধীনতা বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠাবোধ করিত। তাহারা বলিত—Independence can not come as a gift. It must be wrested from some unwilling hand. অর্থ—স্বাধীনতা gift (দান, উপঢৌকন, ইনাম, খয়রাতী) হিসাবে আসিতে পারে না। স্বাধীনতা দিতে অনিচ্ছুক ব্যক্তির হাত মোচড়াইয়া ইহা আদায় করিতে হয়।

ইংরেজ যখন কংগ্রেস দলকে ভারতের স্বাধীনতা অর্পণ করেন, তার অব্যবহিত পূর্ব্বে মহাত্মা গান্ধীজি কংগ্রেস দলের ।০ চারি আনা চাঁদা দেওয়া সভ্যও ছিলেন না। তিনিও তখন এই gift লইতে হকদার হইলেন। স্বাধীনতা পেতে না পেতেই একদল হানাদার ভারত-অধিকৃত কাশ্মীর আক্রমণ করিলেন। ভারতীয় সৈন্যেরা তাহাদিগকে বিতাড়িত করে করে সময়ে প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং নিজ বুদ্ধিতে বা অন্যের পরামর্শে শ্বেত নিশান উড়াইয়া হানাদার তাড়ান কর্ম্মে সৈন্যদলকে বাধা দিলেন। হানাদারেরা এখন পাকীস্থানী সাজিয়া ভারতের সহিত বাদী বিবাদী সম্পর্ক লইয়া মামলা লড়িতেছে। এই সময়ে মহাত্মাজী অন্য সব ভক্তগণের নিকট আবদার ধরিলেন—পাকীস্থান ভারতের কাছে যে ৫৫ কোটী টাকা পাইবে তাহা ভারতের পাওনা টাকার জন্য কাটিয়া লওয়া হইবে না। যদি তাঁহার এই আবদার রক্ষা করা না হয় তবে তিনি মরণ-পণে অনশন সুরু করিবেন। তখন বহু দুষ্ট লোক এই আবদারকে খোকার ঝুম ঝুমির আবদার বলিয়া ব্যঙ্গোক্তি করিতে ছাড়েন নাই। শোনা যায় ৺ প্যাটেল বলিয়াছিলেন—এ টাকা মহাত্মাজীর নয় কংগ্রেসেরও নয়, ইহা ভারতের আপামর জনসাধারণের টাকা। তাঁহার এ আপত্তি খাটে নাই। ৫৫ কোটী টাকা পাকীস্থানকে দেওয়া হইল।

মহাত্মাজীর এই আবদার রক্ষা ভারতবাসী সকলের সহ্য হয় কিনা, তাহা পণ্ডিত জহরলাল প্রভৃতির কর্ত্তাভজা ধাতে ভাবী বিপদ চিন্তা করিতেও পারে নাই। লোকে বলে—এই আবদারের জন্যই তাঁহার দৈনিক উপাসনা সময়ে বিরলা ভবনের নিকট আততায়ী কর্ত্তৃক অহিংস মন্ত্রের গুরু বন্দুকের গুলিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। স্বাধীনতা লাভের সাড়ে চারি মাসের মধ্যে জাতির জনক বলিয়া পরিচিত মহাপুরুষের এই হত্যাকাণ্ডে ভারতের কলঙ্ক আরম্ভ হইল।

কাহারও মনে হয় নাই যে মহাত্মাজীর এই অনধিকার দানে তাঁহার দেহরক্ষী না থাকিলে তাঁহার বিপদ আসিতে পারে! এ কলঙ্ক বড় কম কলঙ্ক নয়।

মহাত্মাজীর মৃত্যুর পর তাঁহার নামে ফাণ্ড খোলা হইয়াছিল। প্রত্যেক রোজগারী লোককে তাঁহার দশ দিনের আয় এই গান্ধী ফণ্ডে দিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল। ঘোষণা করাও হইয়াছিল যে টাকা তাঁহার (মহাত্মার) ফণ্ডে উঠিবে, তাহা যে প্রদেশের টাকা সেই প্রদেশের জনহিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। আজ তের বৎসর গত হইল, সে ফণ্ডের কোন খবর আছে কিনা তাহা জনসমাজে প্রচার করা যেন ন্যায় সম্মত। নতুবা স্বর্গীয় কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রচিত গানের শেষ কয় পংক্তির মত নিন্দাবাদ শুনিতে হইবে। রায় মহাশয়ের গানে আছে—

খোলহ ফণ্ড, হবে না পণ্ড,
করোনা ভয় কি ভাবনা।
গুরুর কৃপায়, দশজনে খায়,
আমরাও কেন খাবনা!

পরাধীন ভারতে যখন নেতাজী তাঁহার আজাদ হিন্দ ফৌজ সহ বলিতেন—

"চলো চলো দিল্লী চলো
লালকেল্লা তোর ডালো"

তখন স্বাধীন না হইয়াও পণ্ডিত জহরলাল বলিয়াছিলেন—সুভাষ যদি দিল্লী আক্রমণ করে, আমি তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিব। কতবার সময় আসিয়াছে অস্ত্রধারণের কই প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিতজীর কোন বীরত্ব দেখাইবার সুযোগ হয় নাই কি? স্বাধীনতা পাওয়ার পর হইতে পুরো তের বৎসরের অধিক চলিয়া গেল কই বচনামৃত ছাড়া আর কিছু শোনা যায় নাই। প্রথম হানাদারদের সহিত জিতিয়া হারিবার সাদা নিশান তোলা হইতে সুরু করিয়া চীনা আক্রমণকারীদের আক্রমণ লোক সমক্ষে লুকাইয়া কীল খাইয়া কীল চুরি করা এবং চীনের প্রধান মন্ত্রী চু-এন লাইকে দিল্লীতে ডাকিয়া তাঁহার অনধিকার প্রবেশের কথা উল্লেখ করিবার সাহস না হওয়া এবং চীনাদের দ্বারা হত নিরীহ

ভারতীয় সৈন্যদের মৃতদেহ নীরবে ফেরত লইয়া সংকার করা ছাড়া অন্য কোন বীরত্ব অদ্যাবধি দেখিতে পাওয়া যায় নাই। অথচ তিনি সফরে ভারতের কত টাকা অপব্যয় করিয়াছেন।

বর্ত্তমান আসামীদের বাঙ্গালী হত্যা, নারী নির্য্যাতন, গৃহদাহ প্রভৃতি অত্যাচারে যে গাফিলতী দেখাইয়া অত্যাচারীর স্পর্দ্ধা বৃদ্ধি করিয়াছেন তাহা বেতনভোগী চাকরের হেফাজতে দেশ থাকার ফল ধর্ম্মঘটী বেতনভোগীদিগকেও হার মানাইয়াছে।

আমাদের প্রবন্ধ—"চাকরের হেপাজৎ" "হেপাজৎ" শব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হইলেও ইহা মূলে আরবী শব্দ 'হিফাজৎ' হইতে উৎপন্ন। হিফাজৎ মানে রক্ষণাবেক্ষণ। সুতরাং আমাদের স্বাধীন দেশ বেতনভোগী চাকরের রক্ষণাবেক্ষণে আছে। যতই মোটা বেতন হউক দাস শব্দটাই খুব হীন। প্রাচীন পণ্ডিতেরা বলেন দেবতাগণের সেবিতা কালী দীর্ঘ ঈ কার হইলেও দাস শব্দের সংস্পর্শে তাঁর হ্রস্বত্ব হয়। তার প্রমাণ স্বরূপ নিম্নলিখিত শ্লোক রচিত হইয়াছে।

ন্যূনং হীন জনৈঃ সদ্য হানরে হর সেবিতা।
দাস যোগেন সা কালী দৃশ্যতে হ্রস্বতাং গতা।

অনেকে বলেন চাকরে কুকুরে সমান—তাহাতে পণ্ডিতেরা বলেন—এ তুলনা ঠিক নয় বলিয়া নিম্নলিখিত প্রমাণ দিয়াছেন—

সেবা শ্ববৃত্তির্যৈরুক্তং
ন তৈঃ সম্যগুদাহৃতং
স্বচ্ছন্দচারী কুত্র শ্বা
বিক্রীতাসু ক সেবকঃ?

অর্থ—সেবাকে যে সব লোক কুকুর বৃত্তি বলে, তারা ঠিক উদাহরণ দিতে পারে নাই। স্বচ্ছন্দচারী কুকুরই বা কোথা আর যে মূল্য লইয়া প্রাণ বিক্রয় করিয়াছে সেই সেবকই বা কোথা? সেবক অপরাধ করিলে মুনিব তাকে দণ্ড দিতে পারে। আমাদের দেশ গণতান্ত্রিক দেশ। ইহার কোন এক ব্যক্তি মালিক নাই। বড় চাকরই ছোট চাকরের উপর প্রভুত্ব দেখায়। ছোট চাকরের ত্রুটি খুঁজিয়া পাইলে ইহাদের যাত্রার দলের ভীমের মত গর্জ্জন দেখে কে? সম্প্রতি ধর্ম্মঘটকারী সরকারী কর্ম-চারীদের ধর্ম্মঘটের অপরাধে এই সব রঙের গোলামের কুড়ি কোটার তেজ দেখে কে? কেহ বলে বণ্ড দিয়াছ যখন নিস্তার নাই। আচ্ছা, চাকরী লইবার আগে যে সব রঙের গোলাম শপথ গ্রহণ করিয়া স্বপথ অবলম্বন করে আর সুপ্রিম কোর্ট পর্য্যন্ত দৌড়াদৌড়ি করিয়া দাবা খেলার মন্ত্রী নিজের চাল জানে কিন্তু বিদ্যার উত্তাপে উত্তপ্ত দাম্ভিক আহাম্মক নিজের কোন্ পথে চলা উচিত তার আইন জানে না এদের বিরুদ্ধে মামলা চালাইয়া চাকরী খতম করা যায় না কি?

সম্প্রতি ৫৮, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট কলিকাতা—৬ ঠিকানায় অন্যায় বরখাস্ত করার আইনানুযায়ী প্রতিকার পন্থার জন্য এক পরিষদ স্থাপিত হইয়াছে। আমিরা তার বিজ্ঞপ্তি দিলাম।

নদী গর্ভে পতন

গত ১০ই শ্রাবণ মঙ্গলবার রাত্রি ৭॥০ ঘটিকায় ভাগীরথী নদী পার হইবার সময় জঙ্গিপুরের শ্রীমান্ সন্তোষকুমার চক্রবর্ত্তী নদী গর্ভে পতিত হয়। সন্তোষের চীৎকার শুনিয়া রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরের বহু লোক হ্যাসাগ লাইট লইয়া নৌকাযোগে নিমজ্জমান ব্যক্তিকে উদ্ধারের জন্য ছুটিয়া যায়। কিছুক্ষণ মধ্যে তাহাকে নৌকায় তুলিতে সমর্থ হয়।

অনশন

গান্ধীজীর এক পরম ভক্ত শ্রীযুত ভঁাসলা উচ্চ-পদস্থ ব্যক্তিগণের প্রচুর টাকা বেতন লওয়ার বিরুদ্ধে অনশন করিতেছেন জানিয়া উদ্বিগ্ন হইলাম। গান্ধীজী উর্দ্ধসংখ্যা পাঁচশত টাকার বেশী বেতন লওয়ার বিরোধী ছিলেন সত্য, কিন্তু এখন কি আর সে কথা কেহ শুনিবে? তবে, রাষ্ট্রপতি তাঁহার বেতনের তিনচতুর্থাংশ ছাড়িয়া দিয়াছেন—অতঃপর মাত্র আড়াই হাজার টাকাতেই চালাইবেন। তাঁহার দেখাদেখি সকলেই যদি স্বেচ্ছায় বেশী বেতন ত্যাগ করেন, তবে আর প্রতিকার জন্য কাহাকেও অনশন করিতে হয় না। রাষ্ট্রপতির দৃষ্টান্ত আর কেহ অনুসরণ করিতেছেন বলিয়া তো কোন খবর নাই।

একজনেরও অন্যায় বরখাস্ত বরদাস্ত করা হইবে না

কতিপয় ঘটনা ও তাহা হইতে উদ্ভূত পরিস্থিতির ফলে জনগণের মনে এই আশঙ্কার উদ্ভব হইয়াছে যে, কেন্দ্রীয় কর্মচারিগণের মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া বাঙালী কর্মচারী বরখাস্ত করা হইতেছে ও হইবে, কিন্তু তাহা যাহাতে না হয়, তজ্জন্য পশ্চিম বঙ্গ কর্মসংস্থান পরিষদের এক বৈঠকে স্থির হইয়াছে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের কোন বাঙালী কর্মচারীর অন্যায় বরখাস্ত বরদাস্ত করা হইবে না, আইনসঙ্গতভাবে উহা প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা হইবে। কোন কর্মচারী অন্যায়ভাবে পদচ্যুত হইলে আদালতে তাঁহার পক্ষ সমর্থনের যাবতীয় দায়িত্ব পরিষদ বহন করিবেন। এই কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে একটি 'লিগ্যাল এইড কমিটি' গঠিত হইয়াছে। ব্যারিষ্টার শ্রীরণদেব চৌধুরী উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান ও সলিসিটর শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র কনভেনর নিযুক্ত হইয়াছেন। পশ্চিম বঙ্গ কর্মসংস্থান পরিষদের কার্য্যালয় ৫৮, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬ এই ঠিকানায় সংশ্লিষ্ট সকলকে যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

কলেরা রোগ

বহরমপুর সহরের বিভিন্ন পল্লীতে কলেরা রোগ দেখা দিয়াছে। বুড়ো শিবপাড়া ও শ্রীচরণ কবিরাজ গলিতে কয়েকজনের মৃত্যু হইয়াছে। হাসপাতালেও কয়েকটী রোগী ভর্ত্তি হইয়াছে। এই রোগ যাহাতে ছড়াইয়া না পড়ে তদ্বিষয়ে মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষের সাবধানতা অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক।

হরতাল

আসামে বাঙ্গালী নির্য্যাতনের প্রতিবাদে বিগত ১৬ই জুলাই শনিবার রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে হরতাল শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হইয়াছে। বৈকালে রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে অধ্যাপক শ্রীসুভাষ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক জনসভা হয়। আসামে বাঙ্গালী নির্য্যাতনের সমালোচনা করিয়া বিভিন্ন বক্তাগণ বক্তৃতা করেন। বৃষ্টির জন্য সভা ভাঙ্গিয়া যায়।

কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষা

১৯৬০ সালের উচ্চমাধ্যমিক ও স্কুল ফাইন্যালের কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষা ৩১শে আগষ্টের পরিবর্ত্তে আগামী ৮ই সেপ্টেম্বর হইতে আরম্ভ হইবে। আবেদন পত্রাদি আগামী ৩১শে জুলাই মধ্যে নিজ নিজ প্রধান শিক্ষকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

পুরাতন পুস্তকের মূল্য

জন এলিয়টের 'ইণ্ডিয়ান গ্রামারের' একটী কপি সম্প্রতি লণ্ডনে ৫৬০০ পাউণ্ডে (প্রায় ৮০ হাজার টাকায়), বিক্রয় হইয়াছে। এই বইখানিই আমেরিকার ভারতীয় ভাষা সম্পর্কে প্রকাশিত প্রথম বই।

বালিঘাটা বারোয়ারী দুর্গাপূজার হিসাব ১৩৬৬

জমা—সর্ব্বমোট আদায়—৩১৭৷/০

খরচ—মন্দির মেরামত এবং লোহার গেট তৈয়ারী ৩৩৲, প্রতিমা—৬৪৷০, পূজা খরচ—১২৭৲০, বাদ্য ১৩৲, প্রতিমা নিরঞ্জন—১১৷৵০, পুরোহিত দক্ষিণা ২৪৲, বিবিধ—২৩৲,—মোট খরচ—৩০৬৸৵১০

উদ্বৃত্ত জমা—১০৷৵১০

শ্রীআদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক

বিজ্ঞাপন-বৈচিত্র্য

জবাকুসুম তৈলের গুণ অতুলনীয়

উল্লিখিত বাক্যের যে কোন অক্ষর কেহ মনে করিলে, তাঁহার মনোনীত অক্ষর নিম্নলিখিত কবিতার সাহায্যে বলিয়া দেওয়া যায়। মনে করুন কেহ (লে) মনে করিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন আপনি নিম্নলিখিত পদ্যটী পড়িয়া বলুন কোন্ কোন্ ষ্ট্যাঞ্জায় আপনার অক্ষরটী আছে। তিনি পাঠ করিয়া অবশ্য বলিবেন (২) ও (৫) ষ্ট্যাঞ্জায় আছে। কারণ (লে) আর কোন ষ্ট্যাঞ্জায় নাই। আপনি ২ ও ৫ যোগ করুন, যোগফল হইল ৭। তাঁহার মনোনীত অক্ষর ঠিক ৭ম স্থানে আছে। এইরূপে সব অক্ষর বলা যায়।

(১)

আয়ুর্ব্বেদ-জলধিরে করিয়া মন্থন,
সুক্ষণে তুলিল এই মহামূল্য ধন।
বৈদ্যকুল-ধুরন্ধর স্বীয় প্রতিভায়;
এর সমতুল্য তেল কি আছে ধরায়?

(২)

এই তৈলে হয় সর্ব্ব শিরোরোগ নাশ,
অতুল্য ইহার গুণ হয়েছে প্রকাশ।
দীনের কুটির আর ধনীর আবাসে,
ব্যবহৃত হয় নিত্য রোগে ও বিলাসে।

(৩)

চুল উঠা টাকপড়া মাথা ঘোরা রোগে,
নিত্য নিত্য কেন লোক এই দেশে ভোগে!
সুগন্ধে ও গুণে বিমোহিত হয় প্রাণ,
সোহাগিনী প্রসাধনে এই তেল চান।

(৪)

কমনীয় কেশ গুচ্ছ এই তেল দিয়া,
কৃষ্ণবর্ণ হয় কত দেখ বিনাইয়া,
তুষিতে প্রেয়সী-চিত্ত যদি ইচ্ছা চিতে,
অনুরোধ করি মোরা এই তৈল দিতে।

(৫)

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ চৌত্রিশ নম্বর—
বিখ্যাত ঔষধালয় লোক হিতকর
অবনীর সব রোগ হরণ কারণ,
ঔষধের ফলে তুষ্ট হয় রোগিগণ।

রচনা—শ্রীশরৎ পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সরকারী বিজ্ঞপ্তি

যে সকল ব্যক্তি মোটর গাড়ীর পাবলিক ক্যারিয়ার ও কন্‌ট্রাক্ট ক্যারেজের পারমিটের জন্য এবং সেই সঙ্গে কন্‌ট্রাক্ট ক্যারেজ পারমিট, ষ্টেজ ক্যারেজ পারমিট ও পাব্‌লিক ক্যারিয়ার পারমিট রিনিউ করিবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নামের একটি তালিকা মুর্শিদাবাদের আঞ্চলিক পরিবহণ প্রাধিকারের অফিসের নোটিশ বোর্ডে এবং সেই সঙ্গে জেলার প্রত্যন্তবর্ত্তী মহকুমা অফিসারদের নোটিশ বোর্ডে টাঙাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সম্পর্কে কোন আবেদন থাকিলে তাহা নোটিশ প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। আবেদনগুলি বিবেচনার দিন, সময় ও স্থান যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হইবে। যথাবিহিত ফর্মে (মুর্শিদাবাদের আঞ্চলিক পরিবহণ প্রাধিকারের অফিসে প্রাপ্তব্য) নিম্নোক্ত সময় সূচি অনুযায়ী লোকনাথপুর হইয়া বহরমপুর হইতে আন্দুলবেড়িয়ায় যাত্রিবাহী যান চালাইবার জন্য একটি স্থায়ী রুট পারমিটের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে। নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট উপরোক্ত রুটগুলির জন্য দরখাস্ত প্রেরণের শেষ দিন ১৬-৯-৬০ ; **আপ – বহরমপুর**—ছাড়িবার সময় বৈকাল ৪টা— **বেলডাঙ্গা**—পৌছিবার সময় বৈকাল ৫টা-১৫ মিঃ—ছাড়িবার সময়—বৈকাল ৫টা-৩০ মিঃ, **রেজিনগর**—পৌছিবার সময়—৫টা ৫০ মিঃ, ছাড়িবার সময়—সন্ধ্যা ৬টা, **আন্দুলবেড়িয়া**—পৌছিবার সময়—৬টা-৩০ মিঃ। **ডাউন—আন্দুলবেড়িয়া**—ছাড়িবার সময়—সকাল ৬টা ১৫ মিঃ **রেজিনগর**—পৌছিবার সময়—সকাল ৬টা ৪৫ মিঃ, ছাড়িবার সময়—সকাল ৬টা ৫৫ মিঃ। **বেলডাঙ্গা**—পৌছিবার সময়—সকাল ৭টা ১৫ মিঃ, ছাড়িবার সময়—সকাল ৭টা ৩০ মিঃ, **বহরমপুর**—পৌছিবার সময়—সকাল ৮টা ১৫ মিঃ। যথাবিহিত ফর্মে (মুর্শিদাবাদের আঞ্চলিক পরিবহণ প্রাধিকারের অফিসে প্রাপ্তব্য) রঘুনাথগঞ্জ—ধুলিয়ান রুটে (জাতীয় রাজপথ হইয়া) একটি অতিরিক্ত যাত্রিবাহী যানের জন্য স্থায়ী রুট পারমিট দেওয়া হইবে। নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট উপরোক্ত রুটের জন্য দরখাস্ত প্রেরণের শেষদিন ১৬-৯-৬০।

স্বাঃ- পি, কে, দে, মুর্শিদাবাদের আঞ্চলিক পরিবহণ প্রাধিকারের সেক্রেটারি।

ভাগ্নে হত্যায় ফাঁসি

গত ২১শে জুলাই মুর্শিদাবাদের দায়রা জজ শ্রীগৌরাঙ্গ মজুমদার নামক এক ব্যক্তিকে অধিকাংশ জুরীর মত লইয়া ফাঁসির আদেশ দিয়াছেন। উক্ত মজুমদার তাহার ৩ বৎসর বয়স্ক ভাগ্নের কোমরের চাঁদির বিছা কাড়িয়া লইয়া তাহার গলা টিপিয়া হত্যা করে। সামান্য মূল্যের জিনিসের জন্য শিশুটীর প্রাণনাশ হইয়াছে। জনসাধারণ শিশুদিগকে গহনা দেওয়া বন্ধ না করিলে এই প্রকারের শিশু হত্যা রদ করা যাইবে না।

নোটীশ

এতদ্দ্বারা মির্জাপুর রেশম বয়ন শিল্পী সমবায় সমিতি লিমিটেডের সহিত সংশ্লিষ্ট অংশীদার, কর্জগ্রহীতা, আমানতকারী ও শিল্পীগণকে জানান যাইতেছে যে উক্ত সমিতির ১৯৫৯-৬০ সনের (১।৭।৫৯ হইতে ৩০।৬।৬০ পর্য্যন্ত) বাৎসরিক অডিট বা হিসাব পরীক্ষা কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। আগামী ১২।৮।৬০ তারিখ মধ্যে প্রত্যেককে সমিতির অফিসে উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ হিসাব মিলাইয়া লইতে এবং প্রদর্শিত হিসাবে কোন ভুল থাকিলে তাহা নিম্নলিখিত ঠিকানায় অথবা ১২।৮।৬০ তারিখে বেলা ১০টা হইতে ৪টার মধ্যে উক্ত সমিতির অফিসে আমাকে জানাইতে অনুরোধ করা যাইতেছে। অন্যথায় উক্ত সমিতির প্রদর্শিত হিসাব ঠিক ও নির্ভরযোগ্য বলিয়া গণ্য করা হইবে। এই সম্পর্কে স্বতন্ত্র নির্ভুলতা নির্দ্ধারক পত্র দেওয়া হইবে না। ইতি—২৬।৭।৬০

স্বাঃ- শ্রীমণীন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী

Inspector of co. op. Societies
Berhampore (R/A) Audit officer,
P. O. Khagra, Katmapara,
Dt. Murshidabad.

JANGIPUR COLLEGE

Murshidabad

Admission in Pre-University Classes— Arts and Science and 3 Years' Degree class—Arts is going on. Mark sheet must be submitted along with the Admission Forms. Accommodation in Hostels and messes attached to College is available. Liberal concessions to poor and meritorious students. Apply sharp to the Principal.

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৮ই আগষ্ট ১৯৬০

১৯৫৯ সালের ডিক্রীজারী

১৩২ থাং ডিঃ সহস্রাংশুকান্ত আচার্য্য দিং দেং মাজেদালী মণ্ডল দাবি ৬১.৩২ নঃ পঃ থানা স্থতি মৌজে নারায়ণপুর ২॥০ বিঘার কাত হারাহারি মতে ২॥৵০ রায়ত স্থিতিবান কোর্ট মূল্য ৬০৲

৭৪ মনি ডিঃ কমলেন্দুবিকাশ সরকার দেং শৈলেন্দ্রনাথ সরকার দাবি ১৪৭.২০ নঃ পঃ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে ধুসরীপাড়া ৩-৫৬৫০ শঃ মধ্যে ঐ অংশ ১-১৯ শঃ নিলাম হইবে আদালত মূল্য ৩০০৲

১৫৬ থাং ডিঃ জ্যোতীশচন্দ্র দত্ত দেং বৈদ্যনাথ রায় দাবি ১৬.৪৭ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে জোতকমল ৴৩ কাঠা জমির কাত ১॥০ আঃ ৫৲ আদালত মূল্য ৩০৲ রায়ত স্থিতিবান

১৯৬০ সালের ডিক্রীজারী

৮ থাং ডিঃ সেঃ গোবিন্দদাস নাথ দেং বিষ্ণুচরণ সিংহ রায় দাবি ৪৮.২৬ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে মিঠিপুর ১-৭৯ শতকের কাত ১৫৮৶০ খং ৬০৫ কোর্ট মূল্য ৩০০৲

৯ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৮৫.৯৫ নঃ পঃ মৌজাদি ঐ ৭-৯০ শতকের কাত ৪১॥৩ পাই আঃ ৮০৲ খং ৬০৯ কোর্ট মূল্য ৫০০৲

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটি আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

(সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ)
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম: আর্টইউনিয়ম   টেলিফোন: বড়বাজার ...

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের

যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি

ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দপ্তর, চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের

যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ... সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে ... হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ... সরবরাহ হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

—দ্বারা—

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়:—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটার সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত 'ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৹ টাকা ও মাশুলাদি ১৵৹ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেন্ট:—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

শ্রীঅরুণ।

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

ফটো তোলা, ফটো ওয়াশ, প্রিন্ট ও এন্‌লার্জ করা, সিনেমা স্লাইড তৈরী প্রভৃতি যাবতীয় কাজ এবং নানাপ্রকার ছবি ও সূচীকার্য্য সুন্দররূপে বাঁধান হয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।